THE HUNGER PROJECT

চাটগাঁ সমাচার

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -চট্টগ্রাম অঞ্চলের ই-নিউজ লেটার * ২য় সংখ্যা// মঙ্গলবার ২৫ আগস্ট ২০২০

করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ে তুলতে কোনাখালীর জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির গৃহীত উদ্যোগঃ

হাত ধোয়া ও জীবাণুমুক্তকরণঃ করোনা সংক্রমণের অন্যতম মাধ্যম হাত ধোয়া।কার্যকরভাবে হাত পরিষ্কারের সবচেয়ে দরকারি অনুসঙ্গ হলো সাবান ব্যবহার। ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করলে ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ম্যাধমে করোনা জীবাণুমুক্ত করা যায়। এই ধারণাকে জঙ্গলকাটা গ্রামবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি নিজেদের উদ্যোগে হাত ধোয়া ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারে নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে সাবান বিতরণ,মসজিদে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন।এছাড়া ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবাণুনাশক তৈরি করে গ্রামের রাস্তাঘাট,দোকানপাট,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় জীবাণুনাশক স্প্রে করে বিভিন্ন ধাপে।

মাস্ক পড়তে সচেতনতামূলক কার্যক্রমঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে ঘরের বাইরে বের হলে মাস্ক পড়া।তাই করোনা মহামারী থেকে নিজ গ্রামের জনসাধারণকে সুরক্ষিত রাখতে জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মুসলেম কাদের,আনোয়ারা বেগম,রিফাত জাহান,কহিনুর আক্তার,রমিজ উদ্দিন সহ সকলে মিলে নিজেদের উদ্যোগে মাস্ক পড়া বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে ৩০০ টিরও উপরে মাস্ক বিতরণ করেন।এবং কেন মাস্ক পড়তে হবে সে বিষয়ে জনসচেতনামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ও গুজব প্রতিরোধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমামদের মাধ্যমে মাইকিংঃ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের মানুষ করোনা ভাইরাস বিষয়ে নানাবিধ গুজবকে বিশ্বাস করে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে নামায আদায় ও চায়ের দোকানে ভীড় করে। বিভিন্ন ধর্মীয় গুজবে বিশ্বাস করে করোনা বিষয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় ও বাইরে বের হলে মাস্ক পড়া নিয়ে অনীহা প্রকাশ করে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা যখন অনেক করোনা বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও ব্যক্তিগত দূরত্ব বজায় রেখে উঠান বৈঠক পরিচালনার মাধ্যমেও সচেতন করতে সচেষ্ট হচ্ছিলেন না।তখনি জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গ্রামের মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে জুমার নামাজের আগে মহামারী রোগ নিয়ে কোরান ও হাদিসের আলোকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে গুজব প্রতিরোধ ও সামাজিক দূরত্ব বিষয়ে প্রচারাভিযান পরিচালনা করেন এবং মসজিদে দূরত্ব বজায় রেখে নামাজের ব্যবস্থা করেন।যাতে গ্রামের লোকজন করোনা বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে।

অসহায় ও কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমজীবীদের মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করাঃ কোভিড়-১৯ এর কারনে গ্রামের বেশির ভাগ শ্রমজীবী ও দিনমজুর শ্রেণি কর্মহীন হয়ে পড়েন।কর্মহীন ও অসচ্ছল মানুষগুলো করোনার কারনে অসহায় হয়ে তাদের পরিবারের আহার যোগাতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। সে সমস্ত কর্মহীন ও অসচ্ছল মানুষদের তালিকা করে জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সদস্যদের ও সমাজের সামর্থ্যবান কাছ ফান্ড সংগ্রহ করে ১ কেজি চিনি,২ কেজি আলু,১কেজি পিয়াজ,১কেজি লবন,১ লিটার সয়াবিন তেল,১টি হাত ধোয়ার সাবান ও ৫ কেজি চাল এর প্যাকেজ বিতরণ করেন।এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও বিভিন্ন সংস্থার থেকে ত্রাণ পেতে সহায়তা করে। এত করে করোনায় অসচ্ছল ও কর্মহীন মানুষগুলো নিজেদের পরিবার নিয়ে অন্তত করোনা যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে।

সন্দেহভাজনদের চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ ও প্রবাস ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইনে বাধ্য করাঃ করোনায় চিকিৎসা নিয়ে শুরুতে গ্রামের মানুষের মাঝে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।সে গুজবে কান দিয়ে গ্রামে যাদের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তারা হাসপাতালে চিকিৎসা না পাওয়ার ভয়ে করোনা টেস্ট থেকে বিরত থাকে।পরে জঙ্গলকাটা গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা ২জন সন্দেহভাজনদের অভয় দিয়ে করোনা টেস্ট এর ব্যবস্থা করেন।পরে তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ আসে।এবং যারা প্রবাস ফেরত তারা তথ্য গোপন করে হোম কোয়ারেন্টাইনে না থেকে অবাধে চলাফেরা করে। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের তথ্য দিয়ে ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বাধ্য করেন।

করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবাদানে কক্সবাজার জেলার বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতি শামীম আক্তার এর অক্লান্ত পরিশ্রম এক অন্যন্য দষ্টান্ত।

করোনা মহামারীর শুরু থেকে বাংলাদেশের যেসমস্ত জেলাগুলো সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে তার মধ্যে অন্যতম কক্সবাজার জেলা। পর্যটন সমৃদ্ধ জেলাটিতে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তের মানুষের পাশাপাশি রোহিঙ্গা জনগোষ্টীর আশ্রয়স্থল।তাই ঝুঁকি ছিল সবচেয়ে বেশি।করোনা সংক্রমণের শুরুতে কক্সবাজারের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা যখন দিন দিন বেড়ে চলেছে।সে সময়ে মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ কক্সবাজার জেলা বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতি শামীম আক্তার।২০১২ সাল থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত শামীম আক্তার নিজের ঝুঁকি জেনেও কক্সবাজার সদর আইসোলেশন সেন্টাওে ২৫০০ করোনা স্যাম্পল সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। সদর পৌরসভার সন্দেহজনক ব্যক্তিদের করোনা টেস্ট দিতে সচেতন ও সাহস যুগিয়েছেন।দিয়েছেন প্রতিদিন সেবা।এছাড়া পরিবার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি পৌরসভার মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২২০০ জনকে ত্রাণের প্যাকেজ,২০০০ টি মাস্ক,২০০০ টি সাবান,২০০০ হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন।

নারী নেত্রী শামীম আক্তারের মতে, অদৃশ্য এক অণুজীবের কাছে পৃথিবীবাসী অসহায় হয়ে গেলাম।করোনা নিয়ে রাত দিন কাজ করতে করতে করোনাকে আর ভয় করছিনা। তাকে সাথে নিয়েই আমাদের জীবন চালিয়ে যেতে হবে,রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে হবে,সচেতন থাকতে হবে।গতো শতকে বিশ্ববাসী প্ল্যাগ,কলেরা,বসন্ত,পোলিওকে জয় করে সভ্যতাকে ঠিকিয়ে রেখেছে এবারো এ আধাঁর কেটে যাবে ইনশাল্লাহ।

সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ি।

সম্পাদনায়: মো: মাঈনুল ইসলাম সহ:সম্পাদক: মো: আব্দুর রব খান সহযোগিতায়: মুসলিম কাদের,রিফাত জাহান,কহিনুর আক্তার ,আনোয়ারা বেগম,রমিজ উদ্দিন ও শামীমা আক্তার (সভাপতি বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক,কক্সবাজার জেলা)